

## আমার কিছু বলার আছে।

আকাশ

নাস্তিকের আল্লাহ, ভগবান গডের কোনই প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে আস্তিকের আল্লাহ না হলে উপোস মারা যাবে। আস্তিক মনে করে তার জীবিকা, তার চাল-ডাল, ভাত-পানি যেভাবেই, যে কোন উপায়েই আসুক না কেন, হুকুমটা আল্লাহর। আস্তিকের বিশ্বাস, দিনের দুপুর পর্যন্ত সে আস্তিক ছিল বিধায় সকালে তার কপালে নাস্তা জুটেছে, দুপুরে যদি সে নাস্তিক হয়ে যায়, আল্লাহ তার জন্যে রাতের দানা-পানি বন্ধ করে দেবেন। খাটি মুসলমান খেয়ে-দেয়ে, বেঁচে থাকে আল্লাহর হুকুমে, মরেও আল্লাহর হুকুমে। যার মধ্যে এ বিশ্বাস নেই সে মুসলমান হতে পারেনা। লন্ডনে আল্লাহর সৈনিকদের বোমায় ৫৫ জন নির্দোষ মানুষ মারা গেলেন, মুসলমানের আত্মঘাতি বোমায় ইরাকের ২২ জন মুসলিম শিশু খুন হলো, বাংলাদেশে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে এ পর্যন্ত কত মানুষ হত্যা করা হলো। সারা পৃথিবী আজ ইসলামি বোমার ভয়ে আতঙ্কিত। এ সব কিছুই আল্লাহ মহাসুখে নির্বিকার নির্লিপ্ত চোখে অবলোকন করছেন। এ সব কিছুই যদি আল্লাহর হুকুমে হয় সে আল্লাহকে মুসলমান যত তাড়াতাড়ি ত্যাগ করতে পারবেন ততই তাদের মঙ্গল। এমন দুর্বল, শক্তিহীন, নিস্ক্রিয়, অকর্মঠ আল্লাহই মুসলমানদের সকল অমঙ্গলের মূল। অসীকার করিনা আল্লাহ একবার সবল শক্তিশালী ছিলেন তবে ভাল চরিত্রের ছিলেন না। ছিলেন ভয়ঙ্কর দুর্বৃত্ত জালিম, ঠিক যেমন আজিকার জর্জ বুশ। ২৫ হাজার নিরপরাধ ইরাকী মানুষ হত্যা করেও যেমন বুশ একজন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার নায়ক, আল্লাহও সেদিন একহাতে লক্ষ-লক্ষ নিরপরাধ মানুষ খুন করে অন্য হাতে লিখে গেছেন বিশ্ব অশান্তির বই কোরআন আর হাদিস। আত্মঘাতি প্রত্যেকটি বোমার উৎস হলো কোরআন আর হাদিস, প্রত্যেকটি বোমায় লিখা আছে আল্লাহর নাম।

মুসলমান নিজের সাথে নিজে প্রতারণা করবেন না, উটপাখির মত বালিতে চোখ-কান ঝুঁজে কোরআন পড়া বাদ দিন। একবার চোখ খোলে দেখুন, স্পষ্টই দেখতে পাবেন এ কোরআন শুধু একজন মানুষের কথাই বলে। খুবই সহজ ভাষায় বর্ণিত কোরআন আর হাদীস শুধুই অবিশ্বাসীদের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণায় পরিপূর্ণ। কোরআনের পাতায়-পাতায় লিখা আছে অমুসলিমদেরকে হত্যা করার কথা, সাথে-সাথে পুরুষারও। ভয়ানক ৯/১১ এর চেয়ে ৭/৭ এর বোমা অনেক দিক থেকেই অত্যাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। আপন ঘরে জন্ম নিয়েছে বিষাক্ত সাপ। বাবা বলছেন, আমার ছেলের কোন কিছুর অভাব ছিলনা। মা বলছেন আমার ছেলে বৃটেনে জন্ম গ্রহণ করেছে, সে বৃটিশ নাগরিক, সে এমন দেশ-দ্রোহী কাজ করতে পারেনা, নিশ্চয়ই তার মগজ ধোলাই করা হয়েছে। কি দিয়ে মগজ ধোলাই করা হলো, কোথায় তার উৎস, কোথায় তৈরী হয় সেই উপাদান? ইরাক, আফগানিস্তানের দরদী হয়ে পাকিস্তানী বৃটিশ যুবকরা কেন আত্মহত্যা করলো? ফিলিস্তিনী খৃষ্টানদের কি দেশ প্রেম নেই? পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মের মানুষ কেন পেটে বোমা বাঁধতে পারেনা? কোরআন বার-বার বলছে, ইহজগতের সাধ সুখ-সাম্রাজ্য সবই বৃথা, পরকালের অসীম ভোগ বিলাসের লক্ষ্যে তোমরা কোরবানী হও আল্লাহর রাস্তায়। ইরাক আফগানিস্তান থেকে বৃটিশ আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলে, বিন-লাদেন সহ আল-কায়েদাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলে কি পৃথিবীতে আত্মঘাতি বোমা বন্ধ হয়ে যাবে? হবেনা। কারণ প্রত্যেক মুসলমানের ঘরেই সন্ত্রাসের দলীল মওজুদ আছে। এক লাদেন চলে গেলে হাজারো লাদেন তৈরী হবে। কিন্তু আপনার আমার সন্তান, আমাদের নতুন প্রজন্ম কোন দিনই মানুষ খুন করতে আত্মঘাতি বোমা হাতে তোলবেনা যদি আমরা তাদেরকে ইহজাগতিক জ্ঞান দিতে পারি, যদি তাদেরকে ধর্মহীন করে গড়ে তোলতে পারি।